24 SEP 2005
পৃষ্ঠা - ১৬ - কলাম - ৪

যুগান্তর

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নিয়ে সরকার বেকায়দায়

এমপিও বাতিলের বিরুদ্ধে মামলা

মুজিব মাসুদ

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বাতিল, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের স্টপ পেমেন্ট প্রদান এবং একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নিয়ে সরকার বেকায়দায় পড়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা নিয়ে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি)।

এমপিও : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

এমপিও : বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিকে শিক্ষকরা আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অপরদিকে একের পর এক মামলা দায়ের করা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ মামলা দায়ের করা হয়েছে। দায়ের করা হচ্ছে আদালত অবমাননার মামলাও। আরও ৮১ জন শিক্ষক-কর্মচারী মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষকদের একের পর এক মামলা দায়েরের কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, রিট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এমপিওভুক্তির সব প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। এ কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগকৃত এবং প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনকারী ইনডেক্সধারী প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও নিয়ে জটিলতার এখনও অবসান হয়নি। ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা প্রায় ৯ মাস ধরে বেতনের সরকারি অংশ পাচ্ছেন না। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বলেছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। সে হিসেবে আমাদের বেতন বাড়া তো দূরের কথা গত ৯ মাস ধরে বেতনই পাচ্ছি না। সব মিলিয়ে আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি। সামনে ঈদ। ঈদের আগে এই সমস্যা সমাধান না হলে আমাদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

সূত্র জানায়, আগে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির সব ধরনের কাজ হতো শিক্ষা অধিদফতর থেকে। কিন্তু চলতি বছরের ১৬ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক চিঠিতে শিক্ষা অধিদফতরকে বলেছে, এখন থেকে এমপিওভুক্তির সব কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করবে মন্ত্রণালয়। ১৯ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রধান করে এ কাজের জন্য একটি কমিটি গঠনও করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন একজন শিক্ষক। মাউশি সূত্রে জানা গেছে, এই রিট মামলার আদেশের কারণে সব প্রক্রিয়া আবার থমকে যায়। আদালত এমপিওভুক্তির নতুন প্রক্রিয়াকে কেন অবৈধ হবে না এই মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি রুল জারি করেন। শিক্ষকরা বলেছেন, শুধু মন্ত্রণালয় এমপিও আছে এমন শিক্ষক যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদল করেছেন এই মামলার কারণে তাদের এমপিও প্রদানও বন্ধ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, রিট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। ফলে বর্তমানে সারাদেশের প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক এমপিও থাকার পরও বেতনের সরকারি অংশ পাচ্ছেন না। সূত্র জানায়, এদের মধ্যেও অনেক শিক্ষক মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, এ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়ের করা মামলা বিগত সব সরকারগুলোর রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের নিয়ে হাইকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে প্রায় ১৭ হাজার মামলা রয়েছে।

সম্প্রতি হাইকোর্ট একটি মামলার রায়ে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিসহ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নিয়ে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরে তোলপাড় চলছে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি কোন কারণ না দেখিয়ে ৩৫৪টি কলেজের ২ থেকে ১১ বছর চাকরি করেছেন এমন কয়েক হাজার শিক্ষকের বেতনের সরকারি অংশ দেয়া স্থগিত করে দিয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত শিক্ষক। এ কারণে তাদের বেতনের সরকারি অংশ দেয়া স্থগিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যে ৫১টি কলেজের ১৭৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী তাদের এমপিও পুনর্বহালের জন্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট আবেদনকারীদের বেতন-ভাতা ছাড় এবং স্টপ পেমেন্টের কার্যকারিতা স্থগিতের নির্দেশ দিয়ে বেতন-ভাতা বন্ধের আদেশ কেন অবৈধ হবে না সেজন্য মাউশি অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ সবার ওপর রুল জারি করেন। ভুক্তভোগীরা বলেছেন, হাইকোর্টের রায়ের পরও মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ছাড় করেনি। যার কারণে রিট আবেদনকারীরা ৭ সেপ্টেম্বর মাউশি মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী-পরিচালককে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকরের জন্য উকিল নোটিশ প্রদান করে। শাহীন নামে একজন আবেদনকারী জানান, এরপরও মাউশি কোর্টের রায় কার্যকর না করায় আমরা সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করি। এই মামলায় হাইকোর্ট শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিসহ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মাউশি সূত্রে জানা গেছে, এই রায়ের পর অধিদফতরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, আদালতের আদেশ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করার ঘটনা দুঃখজনক হলেও বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর আমলে তা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলীয়করণ এবং অন্যায় ও অবৈধভাবে চাকরিচ্যুতিসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের নির্যাতন-বঞ্চনা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ২৫ বছর ধরে শিক্ষকরা যে উচ্চতর স্কেলে বেতন পেয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অধ্যক্ষদের প্রাপ্য স্কেলে বেতন না দিয়ে প্রভাষকের স্কেলে বেতন দেয়া হচ্ছে। একের পর এক শিক্ষা ও শিক্ষাদর্শনবিরোধী আদেশ-নির্দেশ জারি করে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় আবেদনের বিশাল স্তূপ পড়ে গেছে মন্ত্রণালয়ে। এমপিওভুক্তির জন্য এখন ঘুষের রেটও বেড়ে গেছে। আগে প্রতিটি এমপিওর তদবিরে ২০ থেকে শুরু করে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেন হলেও এখন রেট বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা অধিদফতরে এমপিওর ফাইল প্রতি ঘুষ দিতে হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রিট মামলাটি নিষ্পত্তি হলেই আবার এমপিওভুক্তি শুরু হবে। শিক্ষকদের অপর একটি সূত্র জানায়, কারণে-অকারণে প্রায় শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করছে সরকার। পুরনোদের এমপিও বাতিল করে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নতুন করে এমপিও দেয়া হচ্ছে।

এদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী বছর থেকে একমুখী করার ঘোষণা দিলেও যাদের দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করা হবে সে শিক্ষকরা এখনও তার কিছুই জানেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেক শিক্ষক বলেছেন, এটি এখনও আমাদের কাছে ধূম্রজালের মতো। সরকারিভাবে বিভিন্ন জেলায় এ ব্যাপারে সভা-সেমিনার করা হলেও সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, ৪৮ বছরের একটি পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতি করার ক্ষেত্রে ক্ষণিকের এসব সভা-সেমিনার মাঠ পর্যায়ে কোন কাজে আসবে না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যেখানে হাজার হাজার বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাসরুম নেই, লাইব্রেরি নেই, ল্যাবরেটরি নেই, অংক-বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই- সেখানে এই ব্যবস্থা শুধু ফেলের সংখ্যাই বাড়াবে না, ঝরে পড়া ছাত্রের সংখ্যাও বাড়বে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা দুর্নীতির কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। কিন্তু মামলা হয়ে গেলে আমাদের করার কিছুই থাকে না। কারণ কোর্টের রায় তো মানতে হবে। তিনি বলেন, মামলা হলেও সেক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছি। তবে তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন লিগ্যাল রিসোর্স নেই। যার কারণে একটি মামলা হয়ে গেলে সেটা দ্রুত নিষ্পত্তিতে অনেক সময় লাগে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা শিগগিরই একটি লিগ্যাল সেল গঠন করব। তখন তারাই সবকিছু দ্রুত শেষ করতে পারবে।